প্রারম্ভিক স্বীকারোক্তি

এতদ্বারা আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এই মর্মে জানাচ্ছি যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রফেসর ড. উৎপল মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে 'রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল ঃ উদ্ভব, বিশেষত্ব এবং চর্চার প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক যে অভিসন্দর্ভটি বিচার ও পরীক্ষণের জন্য পরিবেশণে প্রস্তুত, তা পূর্ববর্তী কোন গবেষণা পত্র রূপে কখনো পরিবেশিত হয়নি।

নমস্কারান্তে-

তাং- ০৬/০৯/২০১৭

বিনীত-

জগন্ময় পাত্র

জগন্ময় পাত্র

বাংলা বিভাগ

উ ত্ত র ব ঙ্গ বি শ্ব বি দ্যা ল য়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩ । পশ্চিমবঙ্গ । ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

ENLIGHTENMENT TO PERFECTION

রেফারেন্স নম্বর ....

তারিখ 25/02/2021

অনুমতি পত্র

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের গবেষক জগন্ময় পাত্র আমার তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করেছেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম **'রায়মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল ঃ উদ্ভব, বিশেষত্ব এবং চর্চার প্রাসঙ্গিকতা'** (Registration No.-202009)

এই গবেষণাপত্র উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিষয়ক আইন অনুযায়ী কৃত।

গবেষণাপত্রটি ইতি পূর্বে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. বা এম.ফিল ডিগ্রির জন্য দাখিল করা হয়নি।

জগন্ময় পাত্রকে তাঁর গবেষণাপত্র জমা দেবার অনুমতি দেওয়া হলো।

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

ড. উৎপল মণ্ডল
প্রফেসর এবং গবেষণা পরিচালক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) ঃ

আকর গ্রন্থ ঃ

১. কৃষ্ণরাম দাস — রায়মঙ্গল কাব্য (জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত)

২. দ্বিজ নিত্যানন্দ চক্রবর্তী — শীতলামঙ্গল কাব্য (বেণীমাধম শীল'স লাইব্রেরী১৬৭, ওল্ড চিনাবাজার স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০০১)

৩. কৃষ্ণরাম দাস — ষষ্ঠীমঙ্গল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রাপ্ত)

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০ এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রা.লি.।

২. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৫, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ।

৩. ড. সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪. ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — মধ্য যুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের পুরুষ চরিত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৫ ই এপ্রিল, ১৯৯৯, পুস্তক বিপণি।

৫. ড. সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, আনন্দ পাবলিশার্স।

৬. ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — মধ্য যুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পুস্তক বিপণি।

৭. সুজিত কুমার মণ্ডল — বন বিবির পালা, মার্চ, ২০১০, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত।

৮. ড. নরেশ চন্দ্র জানা — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (সন্ধ্যা লাইব্রেরী দ্বাদশ সংস্করণ, জুন ২০০২।

৯. ড. ক্ষেত্রগুপ্ত — বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, একাদশ সংস্করণ, ২০০৬, গ্রন্থ নিলয়।

১০. শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য — কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, ১৯৫৮, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত।

১১. ড. ক্ষুদিরাম দাস — কবি কঙ্কণ চণ্ডী, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

গবেষকের স্বাক্ষর

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশ আর্দ্রভূমির দেশ হলেও এর রাজনৈতিক-সামাজিক- অর্থনৈতিক গুরত্ব অপরিসীম। এর প্রাকৃতিক পরিবেশ অসাধারণ- সুজালা, সুফলা শষ্য ও শ্যামলা। বন্য শ্বাপদ অরণ্য বেষ্টিত বনভূমি নদী মাত্রিকায় পরিপূর্ণ স্থলভূমি দক্ষিণবঙ্গ। এখানে জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ, তারই মাঝে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। তাদের জীবন জীবিকা সুন্দরবন নির্ভর। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় বিষয়ে তারা দক্ষিণরায় শীতলা ও ষষ্ঠীদেবীর কাছে ঋনী বলে মনে করে। কিন্তু এই সমস্ত দেবদেবীরা অ-প্রধান। পন্ডিত মহলে সমালোচনার আসরে অ-প্রধান হলেও, দক্ষিণবঙ্গের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাণের দেবতা হিসাবে যুগ যুগ ধরে পূজিত এবং চর্চিত। তুলনা মূলক উপেক্ষিত এই অ-প্রধান দেবদেবীরা আমাদের গবেষণার বিষয়। 'রায়মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল ও ষষ্ঠী মঙ্গল উদ্ভব বিশেষত্ব এবং চর্চার প্রাসঙ্গিকতা' এই বহু চর্চিত দেবদেবীরা এবং তাদের নির্ভর মঙ্গল কাব্যগুলি অ-প্রধান হওয়ার কারণ হিসাবে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা মঙ্গল কাব্য ধারা প্রবাহিত হলেও, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মঙ্গলকাব্য গুলি রচিত হয়েছে। মনসা, চন্ডী,ধর্ম ঠাকুর প্রধান মঙ্গলকাব্য হিসাবে অবাদ অবিসংবাদিত ভাবে তাদের সার্বভৌম অক্ষুন্ন থেকেছে। বংশকৌলিন্য রায়মঙ্গল, শীতলা এবং ষষ্ঠীমঙ্গল মঙ্গলকাব্যের আসরে তারা খুবই নগন্য। কিন্তু আপামর নিম্নবঙ্গ বাংলাদেশ সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গ গ্রাম নির্ভর ভারতবর্ষে এদের দক্ষিণরায়, শীতলাও ষষ্ঠী পূজার্চনা এবং পুঁথি চর্চা ব্যাপকতা পেয়েছে। মধ্যযুগের ছাত্র হিসাবে এই অ-প্রধান ত্রয়ী মঙ্গলকাব্য। গবেষণার সুযোগ পেয়ে আমরা খুসি হয়েছি। উৎসহ কৌতুহল থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ভাবনায় হয়ত কোথাও খামতি রয়েছে। হয়তো আরও হতে পারত, যা আমাদের চোখে ধরা পড়েনি।

আসলে মঙ্গলকাব্য বাংলার গণ মানসের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। বাঙালীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তাঁর দৈন্দিন জীবনধারা, আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ- বেদনা মঙ্গলকাব্য গুলিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। সামাজিক বাস্তবতার গুণে মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রধানতম অবলম্বন। এই কাব্যগুলিতে স্বর্গের দেবতা বাঙালির কল্পনায় মর্ত্যে অবতরণ করেছে।

মানুষের সুখ দুঃখের অংশীদার হয়েছে। মাটির মানুষের নীচুতা ক্ষুদ্রতা ও কপটতা সমস্তই তাদের স্পর্শ করেছে। তাতে তাদের দেবত্বের মহিমা ক্ষুন্ন হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে মানবত্ব। মনুষ্যত্বের গৌরবে, রায়মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল এবং ষষ্ঠী মঙ্গলকাব্যের পুঁথি পাঠ আজ একুশ শতকেও প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের মানুষের আধ্যাত্মিক প্রশান্তির কারণে নাট্যরূপ লাভ করেছে এই মঙ্গলকাব্য গুলি। যাত্রাপালা আকারে গৃহপূজা বারোয়ারী পূজার স্থানে মঞ্চস্থ হয়। এ ভাবেই রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং ষষ্ঠীমঙ্গল চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতির অতীত পরিচয় জানার আগ্রহ আমাদের মঙ্গল কাব্য চর্চায় কৌতূহলি করেছে। সে কারনে বলা যায় 'চল যাই মাটির টানে'। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-জীবিকা, তাদের ভাবনার আত্মিক মিলনে, আমাদের জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ করেছে। তাই গবেষক হিসাবে পূর্বসংস্কার পরিত্যাগ করে, মেহনতী-রুগ্ন-নূব্জ্য-অসহায় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজেকে গর্বিত বোধ করছি।

এই কাজটি করার সুযোগ দেওয়া এবং পূর্ণতা দেওয়ায় সর্বত ভাবে সহযোগিতা করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিদগ্ধ অধ্যাপক ডঃ উৎপল মণ্ডল মহাশয়। তাঁর পরামর্শ আমাকে সর্বক্ষেত্রেসমৃদ্ধ করেছে। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পেয়ে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছি। তার সুযোগ্য সহধর্মিনী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ রীতা মোদক এর আন্তরিকতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। স্মরণ করি জাতীয় গ্রন্থগার, সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, বামন পুকুর হুমায়ূন কবীর কলেজ লাইব্রেরী, বামনপুকুর গ্রামীন পাঠাগার এই অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। এছাড়া পালান মন্ডল, সুন্দরবন Eco-Development-এর সদস্য শ্রী হিরন্ময় পাত্র, সুন্দরবন রেঞ্জ অফিসার (সজনে খালি), দোঁবাকী ক্যাম্প-এর কর্মীরা সর্বতভাবে সহযোগিতা করেছে।

এই অভিসন্দর্ভটি মূর্ত রূপ লাভ করায় সামগ্রিক ভাবে পাশে ছিলেন আমার সদ্য প্রয়াত পিতা ঁমনীন্দ্রনাথ পাত্র এবং ড. জলদ বরণ রায় (প্রাক্তন অধ্যক্ষ - বামনপুকুর হুমায়ূন কবীর কলেজ) এঁদের উৎসাহ আমাকে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে। এছাড়াও 'মা প্রিন্ট এন্ড ডি.টি.পি.

সেন্টার, কুশাংরা এর প্রোঃ-আকবর মিস্ত্রী আজগার ভাতৃদ্বয়ের মুদ্রণ কাজে সর্বতভাবে আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। আমার মা, কাকীমা, ভাই-বোন, দাদা-বৌদি, বৌমা এবং সর্বপরি আমার সহধর্মিনী শুভ্রার উৎসাহ একাজে পূর্ণতা দিয়েছে। এছাড়া রইল আরো অনেকে যাঁদের সাহচর্য আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বঅর্থে কৃতজ্ঞ রইলাম সবার কাছে।

ধন্যবাদান্তে-

জগন্ময় পাত্র

গবেষক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়